পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে বাস্তবায়নাধীন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প দরিদ্র মানুষকে স্থায়ী তহবিল সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে যে ব্যাপক আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে এবং আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত হয়েছে তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার জনপ্রত্যাশা তৈরীর পেক্ষাপটে ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুসারে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ৭নং আইন) এর আওতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

ব্যাংকের ভিশন ও মিশনঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সঞ্চয় ও অর্জিত অর্থ লেন-দেন, রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণ ও অগ্রিম প্রদান এবং বিনিয়োগ করা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। যা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের সাথে এসডিজি অভীষ্ঠ-১ (নো পোভার্টি) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারঃ আমার বাড়ি আমার খামার (পূর্বের একটি বাড়ি একটি খামার) প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতি এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুরূপ সমিতি। এ অধিকার দেয়ার মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত দরিদ্র মানুষের মালিকানা দিয়ে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দরিদ্রবান্ধব এবং জনদরদী নেতা সেটি আবারো প্রমাণিত হয়েছে।

পরিশোধিত মূলধনঃ ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন দুইশত কোটি টাকা, যার ৫১% (১০২ কোটি টাকা) সরকার কর্তৃক এবং ৪৯% (৯৮ কোটি টাকা) প্রকল্পের সমিতিসমুহ কর্তৃক পরিশোধিত। সরকার ইতোমধ্যে ২১৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। সমিতিসমুহ ৮২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। বাকী টাকা পরিশোধের প্রক্রিয়া চলছে।

অনুমোদিত মূলধনঃ এক হাজার কোটি টাকা যা একশত টাকার দশ কোটি শেয়ারে বিভক্ত;

পরিচালনা বোর্ডঃ ১। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধি ২। মহাপরিচালক, বিআরডিবি ৩। গ্রামীণ অর্থনীতি, মাইক্রোফাইন্যান্স, হিসাব বিজ্ঞান এবং পল্লী ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং ক্ষুদ্র, মাঝারী ও কুঠির শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৫ জন প্রতিনিধি ৪। সরকার কর্তৃক মনোনীত ০২ জন উপজেলা পরিষদ চেয়ারেম্যান ৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ৬। শেয়ার হোল্ডার সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রতি প্রশাসনিক বিভাগ হতে ০১ জন পরিচালক নিয়ে বোর্ড গঠিত।

ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

- ❖ সমিতি ও সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য, নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তসাপেক্ষে জামানতসহ বা ব্যতীত, নগদ বা বস্তুগত ঋণ প্রদান;
- ❖ সদস্যদের অনুকূলে ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী মাত্রার ঋণ প্রদান;
- ❖ সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ ও বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি এবং তদউদ্দেশ্য ঋণ প্রদান;
- ❖ নতুন সমিতিকে নিবন্ধন প্রদান ও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ❖ সমিতির পরিচালনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- ❖ সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ ও প্রকাশ;
- ❖ সদস্যগণকে জীবিকা ভিত্তিক আয়বর্ধক ক্ষুদ্র খামার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুঠির শিল্প এবং সেবা প্রকল্পে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ এবং পেশাগত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ সদস্যগণকে কুঠির শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক দ্রব্য, গবাদি পশু, যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি এবং কুটির শিল্পের কাঁচামাল ক্রয় ও মজুতকরণের জন্য ঋণ সরবরাহ এবং এরূপ পণ্য বা গবাদি পশু বিক্রয়ের জন্য কোন সংস্থার পক্ষে উহার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা;

ব্যাংকের শাখাঃ বর্তমানে ৪৮৫টি উপজেলায় ব্যাংকের শাখা কাজ করছে। নতুন সৃষ্ঠ আরো ৫টি উপজেলায় শাখা খোলা কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ব্যাংকের নিজস্ব কর্মী আছে। যারা সরাসরি গ্রাহকদের কাছে গিয়ে সেবা প্রদান ও সমিতিসমুহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জুন, ২০১৬ খ্রি: তারিখে গণভবন হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ১০০টি শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে সদয় উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে আরো ৩৮৫টি শাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স গ্রহণ করে চালু করা হয়।

ব্যাংকের নিজস্ব অনলাইন কোর ব্যাংকিং সলুশন (সিবিএস):

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উহার কার্যক্রম শুরু করেছে নিজস্ব অনলাইন কোর ব্যাংকিং সলুশন (সিবিএস) দিয়ে। গত ১১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি: তারিখ হতে ব্যাংকের সিবিএস কাজ শুরু করে। তবে তৎকালীন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত ১৪ জানুয়ারী, ২০১৮ খ্রি: তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সিবিএস সদয় উদ্বোধন করেন।

ব্যাংকের সকল কার্যক্রম শুরু হতে শতভাগ অনলাইনে সিবিএস এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকই একমাত্র ব্যাংক যার যাত্রা শুরু হয়েছে অনলাইন সিবিএস এর মাধ্যমে। এটি ব্যাংকের কার্যক্রমের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

ব্যাংকের নিজস্ব ডিজিটাল আর্থিক সেবা 'পল্লী লেনদেন':

ব্যাংকের গ্রাহক সকলে দরিদ্র এবং পল্লী এলাকায় বসবাস করেন। তাঁদের পক্ষে উপজেলা সদরে এসে সেবা গ্রহণ অসুবিধাজনক। তাই ব্যাংকের সেবা গ্রাহকদের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক মোবাইল ফোন-ভিত্তিক ডিজিটাল আর্থিক সেবা 'পল্লী লেনদেন' চালু করেছে। বিগত ২৬ জানুয়ারী, ২০২০ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে 'পল্লী লেনদেন' কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

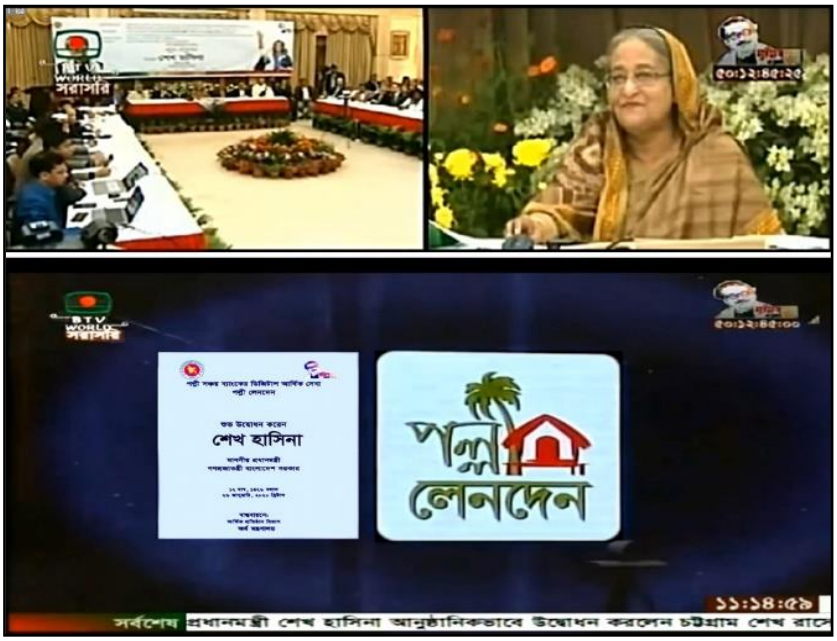

গ্রামে বসেই একজন গ্রাহক বর্তমানে পল্লী লেনদেন ম্যানেজারের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে তাঁর ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা এবং উত্তোলন করতে পারছেন। এটি একদিকে যেমন দরিদ্র সদস্যদের অর্থ ও সময় অপচয় রোধ করছে, অপরদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতিসমুহের সম্পদ ও দায় ব্যাংকে স্থানান্তরঃ

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক মূলত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে স্থায়ীভাবে পরিচালনা তথা দরিদ্র মানুষকে সুবিধাজনক শর্তে আর্থিক সেবা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচনই লক্ষ। ৩০ জুন ২০১৬ তে প্রকল্প শেষ হয়ে ব্যাংক যাত্রা শুরুর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সরকার আরো দরিদ্র মানুষকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন ধারণায় বাস্তবায়িত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করে এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন সংশোধন করে প্রকল্প ও ব্যাংক উভয়ই একসাথে চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত সকল সমিতি, সম্পদ ও দায় ইতোমধ্যে ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে।